# ইকফাইয়ে নয়া শিক্ষানীতির উপর ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৪ মার্চ ঃ গত শনিবার ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরায় ভারতীয় শিক্ষা মণ্ডল এবং নীতি আয়োগের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতিতে (এনইপি) শিক্ষকদের ভূমিকার উপর এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই ওয়েবিনারের আলোচনায় শতাধিক সম্মানিত শিক্ষাগত জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নিয়েছেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর দিলীপ কুমার দে, মধ্যপ্রদেশের পরিসংখ্যান বিভাগ, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের পরিচালক। তিনি তার বক্তব্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং অনুরোধ করে বলেন যাতে শিক্ষকরা সমস্ত ধরনের সামাজিক দাসত্ব থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, শিক্ষা চেতনা এনে দেয় যা অহঙ্কার, অজ্ঞতা এবং মিথ্যা পরিচয়ও নির্মূল করে এবং ধ্যানের মাধ্যমেও আমরা সমস্ত বাজে অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি। স্পিকার অধ্যাপক টিভিভি কট্টিমণি, উপাচার্য, অন্ধ্রপ্রদেশের কেন্দ্রীয় উপজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলেছিলেন যে এনইপি, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে। এ সময়ে উপলভ্য অবকাঠামোর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারগুলি ভাগ করে নেওয়া দরকার যাতে সমস্ত বাধা অতিক্রম করা যায়। এমনকি তিনি এমন প্রস্তাব দেওয়ার মাত্রায়ও গিয়েছিলেন যে, এমন একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফ্যাকাল্টিরা আইআইটি, আইআইএম, এনআইটি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেতে পারে এবং তদ্বিপরীত শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারে। তিনি শিক্ষকদের প্রতি অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যে, শিক্ষা আসলে শিক্ষাই এবং প্রশিক্ষণ একজাতীয় পাঠ্যসূচি যা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে আসা শিক্ষার্থীও রয়েছে। তার আলোচনায় তিনি যে অন্যান্য দিক আলোচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে পুনর্নির্মাণ, উদ্ভাবন এবং প্রশিক্ষণের গতিবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিলো। শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সময় সিলেবাস সেমিস্টার অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তি করার এবং শিক্ষার্থীরা যাতে আরও নমনীয় হতে পারে এমনকি পাশাপাশি উপার্জনও করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি প্রস্তাব দেন। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, অধ্যাপক বিপ্লব হালদার সভাপতিত্ব করেন এবং বলেন, আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য শিক্ষকরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তার মাধ্যমে দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের শিক্ষকদের ক্ষমতায়নের সময় এসেছে এবং তারা বর্তমান ডিজিটাল সংস্থানগুলি জ্ঞান সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। রেজিস্ট্রার ডা. এ রঙ্গনাথ, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার আয়োজিত ওয়েবিনারকে সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

Dainik Sambad Dt. 15/03/2021 4×29 cm

# ইকফাই-এ নয়া শিক্ষানীতির উপর শিক্ষকদের ভূমিকার বিষয়ে ওয়েবিনার

**আজকের ফরিয়াদ, স্টাফ রিপোর্টার, ১৪ মার্চ ঃ** একদিন আগে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরায় ভারতীয় শিক্ষায় মন্ডল এবং নীতি আয়োগে যৌথ উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে 'এনইপি' শিক্ষকদের ভূমিকার উপর এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় শতাধিক সম্মানীত শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক দিলীপ কুমার দে, মধ্যপ্রদেশের পরিসংখ্যান বিভাগ, ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের পরিচালক। তিনি তার বক্তব্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং অনুরোধ করেন, যাতে শিক্ষকরা সমস্ত ধরনের সামাজিক দাসত্ব থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যে শিক্ষা চেতনা এনে দেয়, যা অহঙ্কার, অজ্ঞতা এবং মিথ্যা পরিচয়ও নির্মূল করে এবং ধ্যানের মাধ্যমেও আমরা সমস্ত বাজে অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি। তিনি বলেন, যে অখন্ড ভারতে তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলার মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যা পরবর্তীতে বিদেশী হানাদাররা ধ্বংস করে দিয়েছিল। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ আমলে স্বাক্ষরতার হার ১৮২২ সালে মাদ্রাজ, বাংলা, মুম্বাইয়ের তিনটি রাষ্ট্রপদে শতকরা হারে বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালে এটি কমে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে। শেষ পর্যন্ত তাঁর আলোচনায় তিনি আত্মনির্ভর ভারতে দক্ষতা বিকাশের উপর জোড় দেন। যা এমন একটি লক্ষের দিকে ভারতকে পরিচালিত করবে, যেখানে ভারত বিশ্বজুড়ে পন্য সরবরাহ করতে পারে। মূল স্পীকার অধ্যাপক টি ভি ভি কট্টিমনি, উপাচার্য, অন্ধ্রপ্রদেশের কেন্দ্রীয় উপজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বলেছিলেন যে এনইপি, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে। মোদি যুগে উপলভ্য অবকাঠামোর পাশা পাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারগুলো ভাগ করে নেওয়া দরকার। যাতে সমস্ত বাধা অতিক্রম করা যায়। এমনকি তিনি এমন প্রস্তাব দেওয়ার মাত্রাও গিয়েছিলেন যে এমন একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফেকাল্টিরা আইআইটি, আইআইএম, এনআইটি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেতে পারে। তিনি শিক্ষকদের প্রতি অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যে শিক্ষা আসলে শিক্ষাই। প্রশিক্ষন এক জাতীয় পাঠ্যসূচি। যা থেকে ভিন্ন ভিন্ন বেগগ্রাউন্ড থেকে আসা শিক্ষার্থীও রয়েছে। তাঁর আলোচনায় তিনি পুনর্নির্মাণ, উদ্ভাবন এবং প্রশিক্ষনের গতিবিদ্যার উপর জোড় দেন। শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সময় সিলেবাস, সেমিস্টার অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তি করার এবং শিক্ষার্থীরা যাতে আরও নমনীয় হতে পারে এমনকি পাশাপাশি উপার্জনও করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস চেন্সেলার অধ্যাপক বিপ্লব হালদার তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য শিক্ষকরাও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তার মাধ্যমে দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

আমাদের শিক্ষকদের ক্ষমতায়নের সময় এসেছে এবং তারা বর্তমান ডিজিটাল সংস্থানগুলি জ্ঞান সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। রেজিস্ট্রার ডঃ এ রঙ্গনাথ ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিপুরায় আয়োজিত ওয়েবিনারকে দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা ব্যক্ত করেন এনইপি ভারতকে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে নয় পাশাপাশি শিক্ষামূলক ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থান প্রদান করলে প্রফেসর সত্যদেব পোদ্দার, সহযোগী অধ্যাপক হারাধন সাহা এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

Aajker Fariyad Dt. 15/03/2021 13·5 x 16·5 cm2